কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৪

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ চারজন আহত হয়েছেন।

শনিবার (২৩ মে) দুপুর ১টার দিকে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের ছাতারপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন- বকুল, সুমন, আকাইলী ও কদভানু। তারা সবাই স্থানীয়ভাবে বিএনপি-সমর্থিত প্রভাবশালী পরিবারের সদস্য বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে বকুল গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছাতারপাড়া গ্রামে মালিথা বংশ ও মন্ডল বংশের মধ্যে জমিজমা ও এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এর জের ধরে শনিবার দুপুরে মালিথা বংশের কয়েকজন সদস্য ও সমর্থক একত্রিত হয়ে প্রতিপক্ষ মন্ডল বংশের আব্দুল হান্নানের ছেলে কর্নেলের কৃষিকাজে ব্যবহৃত সেচ মোটর (ডিপ) ঘরে তালা লাগিয়ে দেন এবং তার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের চেষ্টা চালান।

এ সময় কর্নেল ও তার সমর্থকরা বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া- পাল্টাধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়। এতে বকুল নামে এক ব্যক্তির পায়ে গুলি লাগে এবং তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

সংঘর্ষে মালিথা বংশের বকুল, সুমন ও আকাইলী আহত হন। অপরদিকে, মন্ডল বংশের কর্নেলের মা কদভানু আহত হন। আহতদের দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পরিস্থিতি

বর্তমানে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা করা হয়নি এবং কাউকে আটকও করা সম্ভব হয়নি।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুষ্কৃতকারীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে গুলিবিদ্ধ ১০

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গভীর রাতে দুষ্কৃতকারীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ ১০ জন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের মাজদিয়াড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

গুরুতর আহত স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রবিউল ইসলাম (৩৬) মরিচা ইউনিয়নের মো. হাফেজ প্রামাণিকের (৭০) ছেলে। গুলিবিদ্ধ অন্যরা হলেন— সোহেল রানা (৪৫), তার স্ত্রী তমা খাতুন (২৬), কামরুল ইসলাম (৩৭), মুন্নি (২৪), রুনা খাতুন (২৭), মিতা খাতুন (৩০), তৌহিদুল ইসলাম (৩০) এবং তার স্ত্রী মেরিনা (২৫)।
এদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় দুজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে একদল মুখোশধারী দুষ্কৃতকারী স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রবিউল ইসলামকে জোরপূর্বক তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে দুষ্কৃতকারীরা ব্রাশফায়ার ও শটগান দিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে নারী-পুরুষসহ ১০ জন গুলিবিদ্ধ হন। এ ঘটনার পেছনে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে বিরোধ থাকতে পারে বলে স্থানীয়দের ধারণা।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, দুষ্কৃতকারীদের গুলিতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে অবস্থান করছে।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক

রয়েছে। এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি, অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চরমপন্থি নিয়ে চাঞ্চল্যকর আলোচনায় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া !

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে বিষয়টি নিয়ে একজন প্রবাসী সাংবাদিক মেহেরপুর-কুষ্টিয়া এলাকার চরমপন্থি নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে জুমার নামাজ শেষে বিজয়নগর কালভার্ট রোড এলাকায় প্রচার চালানোর প্রস্তুতিকালে দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে তিনি আহত হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তাকে লাইফ সাপোর্ট দিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মোস্তাক আহমেদ জানিয়েছিলেন, হাদিকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন তার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল। পরে তাকে সিপিআর দিতে হয়। তার মাথার ভেতরে গুলি থাকার পাশাপাশি কানের আশেপাশেও গুলির আঘাত রয়েছে।

হাদির গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন আল-জাজিরার সংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের। তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা গত কয়েক মাসে অন্তত ৮০ জন সুব্রত বাইনের মতো আততায়ীকে দেশের বিভিন্ন পয়েন্ট দিয়ে অনুপ্রবেশ করিয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ড, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর অঞ্চলের চরমপন্থি গ্রুপ এক হয়ে নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় নেতা, এলাকার জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের টার্গেট করে হত্যা

ও সহিংসতার ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে।

সায়ের আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যিনি সুব্রত বায়েনের হ্যান্ডলার ছিলেন, জামিনে থাকা পিচ্চি হেলাল ও চরমপন্থি গ্রুপ গণমুক্তি ফৌজের প্রধান মুকুল সম্প্রতি টেলিফোনে কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে।

সুব্রত বায়েন কারাগার থেকে তার মেয়ের মোবাইলে ফোন দিয়ে কনফারেন্স করে পিচ্চি হেলাল ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পলাতক মুকুলের সঙ্গে কথা বলেছে। পরবর্তীতে সুব্রত বায়েনের মেয়ে সিনথিয়া বিতু নেপালে পলাতক বিডিআর মামলার পলাতক আসামি লেদার লিটন, পিচ্চি হেলাল, মুকুল, বাড্ডার বড় সাঈদ ও দিপুর সঙ্গে কথা বলিয়ে দেয়।

প্রবাসী এই সাংবাদিক বলেন, নির্বাচন বানচাল এবং দেশকে চরম অস্থিতিশীল করতে বিশেষ গোষ্ঠী সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাবে। একতাবদ্ধ থেকে এদের মোকাবিলা করাই একমাত্র উপায়।

আল জাজিরার সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়েরের এই স্ট্যাটাস গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে দেশের কয়েকটি মিডিয়া সংবাদ প্রকাশ করেছে।
হাদির গুলিবিদ্ধ ঘটনায় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য মোহাম্মদ ওসামা জানান, একটি মোটরসাইকেলে করে আসা দুইজনের মধ্যে থেকে একজন ওসমান হাদির ওপর গুলি চালায়।

তার দাবি, ‘এই দুইজন প্রায় দুই সপ্তাহ আগে হাদির প্রচারণার টিমে যোগ দিয়েছিল। মাঝখানে কিছুদিন তাদের দেখা যায়নি। কয়েকদিন আগে তারা আবার এসে প্রচারণার কাজে যোগ দেয়।

এদিকে পুলিশ ও র্যাব সদস্যরা ঘটনার বিষয়ে ভিডিও ফুটেজ ও সিসিটিভি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহ করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই কর্মকর্তা জানান, তারা সব তথ্য যাচাই করে দেখছেন।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার দুপুরে অস্ত্রধারীরা শরিফ ওসমান বিন হাদিকে গুলি করে। তাকে উদ্ধার করে ২টা ৩৫ মিনিটে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মতিঝিল বিভাগের (ডিসি) উপ-কমিশনার (ডিসি) মো. হারুন অর রশিদ বলেন, প্রাথমিকভাবে যতটুক জানা গেছে, দুপুরের দিকে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান বিন

হাদিসহ তার সঙ্গে আরেকজন রিকশায় করে যাচ্ছিলেন।

তাদের রিকশা কালভার্ট রোড এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলযোগে দুজন এসে ওসমান বিন হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। বিস্তারিত ঘটনা জানতে চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে দ্রুত ও ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে হামলায় জড়িত সবাইকে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ঘটনাস্থল থেকে আলামত সংগ্রহ, প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্য গ্রহণ, সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা এবং হামলার পেছনে কোনো সংগঠিত পরিকল্পনা থাকলে তা উন্মোচনের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে বলেছেন।

খোকসায় ইউপি সদস্য গুলিবিদ্ধ, সাবেক চেয়ারম্যান আটক

কুষ্টিয়ার খোকসা ওসমানপুর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড সদস্য হায়দার আলী (৫০) প্রতিপক্ষের গুলিতে আহত হয়েছেন। গত বুধবার রাত ১১টার দিকে খোকসা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওসমানপুর ইউনিয়নের দেবিনগর পৌঁছালে প্রতিপক্ষের গুলিতে তিনি আহত হন।

পরে পুলিশ পাহারায় তাকে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া সদরে ভর্তি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ ইউপি সদস্যের ছেলে ইদ্রিস আলী বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে খোকসা থানায় একটি হত্যা প্রচেষ্টার মামলা করেন।

এ মামলার প্রধান আসামি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আহত ইউপি সদস্য হায়দার আলী জানান, খোকসা উপজেলা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে অংশ না নেওয়ার জন্য আনিসুর রহমানের লোকজন আগে থেকেই এলাকার সবাইকে নিষেধ করে আসছিলো।

তাদের নিষেধ উপেক্ষা করে লোকজন নিয়ে বুধবার বিকালে তিনি খোকসা হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় যোগ দেন। জনসভা শেষ করে রাত ১০টার দিকে বাড়ি ফেরার পথে দেবিনগরে পৌঁছালে প্রতিপক্ষরা তাকে লক্ষ্য করে ৮-৯ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে।

এসময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি আরো জানান রাতেই হামলাকারীরা তার সমর্থক রশিদ ও রেজাউলের বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট করেছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাইদুজ্জামান জানান, হায়দারের পায়ে বন্দুকের গুলির অসংখ্য স্প্লিন্টার ঢুকে আছে, যা অপারেশন ছাড়া বের করা অসম্ভব। তাই তাকে কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করা হয়েছে। খোকসা থানার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, ইউপি সদস্য হায়দার আলীর ছেলে বাদী হয়ে মামলা করেছন। সেই মামলার প্রধান আসামি সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত আছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।